ইউনিট–৬

উপমার মাধ্যমে যীশুর শিক্ষা

ভূমিকা

অনেক শিক্ষা গল্পাকারে দিলে তা সহজে মনে থাকে। প্রভু যীশু মানুষের সাথে ওঠা-বসা করে তা জানতে পেরেছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুলো যেন মানুষ মন দিয়ে শোনে ও তা স্মৃতিতে ধরে রাখে সেজন্য তিনি উপমা ব্যবহার করে শিক্ষা দিতেন। যীশু তাঁর শিক্ষাকে এমন প্রাণবন্ত ও সজীব করে উপমার সাহায্যে প্রকাশ করেছিলেন যে সেগুলো আজও আমাদের আকৃষ্ট করে। এই ইউনিটের ছয়টি পাঠের বিষয়বস্তুগুলো উপমার সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঈশ্বরের বাণী, প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা, পাপীর মন পরিবর্তন, পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা, ক্ষমা ও পুনর্মিলন, মানুষের ভাল-মন্দ কাজের মূল্যায়ন, ইত্যাদি বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠ–১ : বীজবাপকের দৃষ্টান্ত
(লুক ৮:৪-১৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বীজবাপকের উপমাটি বলতে পারবেন।
- কী ধরনের মাটিতে বীজ পড়লে ভাল ফল উৎপন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কী ধরনের মানুষের জীবনে ভাল ফল দেখা দেয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৬.১.১

সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক লোক যীশুর কাছে এসে ভিড় করল। তখন তিনি তাদের শিক্ষা দেবার জন্য একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই – "একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। বীজ বুনবার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে পড়ল। লোকেরা সেগুলো পায়ে মাড়াল এবং পাখীরা এসে খেয়ে ফেলল। কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ে বেড়ে উঠল, কিন্তু রস না পেয়ে শুকিয়ে গেল। আবার কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল। পরে কাঁটাগাছ সেই চারাগুলোর সংগে বেড়ে উঠে সেগুলো চেপে রাখল। আবার কতকগুলো বীজ ভাল জমিতে পড়ল এবং বেড়ে উঠে একশো গুণ ফসল জন্মাল।" এই কথা বলবার পরে যীশু জোরে বললেন, "যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।"

৬.১.২

এর পরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে সেই গল্পের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন যীশু বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের গোপন সত্যগুলো তোমাদেরই জানতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যদের কাছে আমি তা গল্পের মধ্য দিয়ে বলি, যেন তারা দেখেও না দেখে আর শুনেও না বোঝে।

৬.১.১

গল্পটার মানে এই – বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য। পথের পাশে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা সেই বাক্য শোনে বটে, কিন্তু পরে শয়তান এসে তাদের অন্তর থেকে তা তুলে নিয়ে যায়। তাতে তারা তা বিশ্বাস করতে পারে না বলে পাপ থেকে উদ্ধার পায় না। পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা সেই বাক্য শুনে আনন্দের সংগে গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের মধ্যে তার শিকড় ভাল করে বসে না। তাই তারা অল্প দিনের জন্য বিশ্বাস করে, কিন্তু যখন পরীক্ষা আসে তখন পিছিয়ে যায়। কাঁটাবনের মধ্যে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা তা শোনে, কিন্তু জীবন-পথে চলতে চলতে সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তি এবং সুখভোগের মধ্যে তারা চাপা পড়ে যায়। তাতে তাদের জীবনে কোন পাকা ফল দেখা দেয় না। ভাল জমিতে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা সৎ ও সরল মনে সেই বাক্য শুনে শক্ত করে ধরে রাখে এবং তাতে স্থির থেকে জীবনে পাকা ফল দেখায়।

সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর বাণীরূপ বীজ বপন করে চলেছেন। বিশ্বপিতা চান যেন তাঁর সকল সন্তানের মধ্যেই এই বীজ প্রচুর এবং উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন করে। এই কারণে মানুষের জীবনে ফসল বা ফলের তারতম্য ঘটে। যীশু বীজবাপকের উপমাটি দিয়ে দেখিয়েছেন, কী ধরনের মাটিতে বীজ পড়লে ভাল ফল উৎপন্ন হয় এবং কী ধরনের মাটিতে ভাল ফল উৎপন্ন হয় না। এখানে চার ধরনের মাটির কথা বলা হয়েছে: (১) পথের পাশের মাটি, (২) পাথুরে মাটি, (৩) কাঁটাবন ও (৪) ভাল জমি। প্রথম তিন ধরনের জমিতে বীজ পড়লে তা অঙ্কুরিত হয়ে পরিপক্ক বৃক্ষে পরিণত হতে পারে না এবং তাতে ফলও ধরতে পারে না। কিন্তু যে বীজ ভাল জমিতে পড়ে তা ভাল ফল উৎপন্ন করে। এখানে বিভিন্ন প্রকার মাটি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ। যাদের মন-হৃদয় অগভীর, পাথরের ন্যায় কঠিন এবং লোভ-লালসা, সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা ও পাপময়তায় পরিপূর্ণ তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী কোন ফল ধরাতে পারে না। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয় ভাল মাটির ন্যায় উর্বর, ভালোবাসায় পূর্ণ, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী অনেক ফল দেয়। উপমা কাহিনীটির মধ্য দিয়ে যীশু আমাদের আহ্বান জানান, আমরা যেন সৎ ও সরল মনে ঈশ্বরের বাণী শুনে তা হৃদয়ে গ্রহণ করি এবং তার নির্দেশমতো জীবন যাপন করি। তাহলেই আমাদের জীবন ফলবান বৃক্ষের ন্যায় নানা প্রকার সৎগুণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

মনে রাখুন

যারা ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ে গ্রহণ করে ও সেই মতো জীবন-যাপন করে তারাই অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

বীজ বাপক: স্বয়ং ঈশ্বর।

বীজ: ঈশ্বরের বাক্য।

ভূমি: পৃথিবীর মানুষ।

কাঁটাবন ও পাখীরা: প্রলোভন; কামনা-বাসনাসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এই উপমায় বীজবাপক কে?
- ক) উত্তম চাষী
- খ) ভাল মালী
- গ) স্বয়ং ঈশ্বর
- ঘ) ধর্মপল্লীর পুরোহিত বা পালক

২। কোন্ বীজগুলো একশো গুণ ফসল জন্মায়?
- ক) যে বীজ পাথুরে মাটিতে পড়ে
- খ) যে বীজ কাঁটাবনে পড়ে
- গ) যে বীজ পথের ধারে পড়ে
- ঘ) যে বীজ উত্তম ও উর্বর মাটিতে পড়ে

৩। এই উপমায় বীজ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
- ক) প্রবক্তাদের বাণী
- খ) ঈশ্বরের বাক্য
- গ) সরষে দানা
- ঘ) ঋষিবচন

৪। যীশু উপমার সাহায্যে কথা বলতেন কেন?
- ক) যাতে লোকেরা সহজেই বুঝতে পারে
- খ) কারণ লোকগুলো ছিল বুদ্ধিমান
- গ) কারণ লোকগুলো ছিল অশিক্ষিত
- ঘ) কারণ লোকগুলো ছিল খুবই চতুর

৫। ঈশ্বরের রাজ্যের গোপন সত্যগুলো কাদের জানতে দেওয়া হয়েছে?
- ক) জনসাধারণকে
- খ) যিহুদীদেরকে
- গ) শিষ্যদেরকে
- ঘ) বিজাতীয়দেরকে

পাঠ–২ : গৃহস্থ ও কৃষকের দৃষ্টান্ত

(মার্ক ১২:১-১২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- অবিশ্বস্ত মানুষের চরিত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৬.২.১

যীশু গল্পের মধ্য দিয়ে প্রধান পুরোহিত, ধর্ম-শিক্ষক ও বৃদ্ধনেতাদের কাছে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, "একজন লোক একটা আঙ্গুর ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন। পরে তিনি আঙ্গুর-রস করবার জন্য একটা গর্ত খুঁড়লেন এবং একটা উঁচু পাহারা-ঘর তৈরি করলেন। পরে তিনি কয়েকজন চাষীর কাছে ক্ষেতটা ইজারা দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। ফল পাকবার সময়ে তিনি সেই ফলের ভাগ নিয়ে আসবার জন্য একজন দাসকে সেই চাষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই চাষীরা সেই দাসকে ধরে মারল এবং খালি হাতে পাঠিয়ে দিল। তখন মালিক আর একজন দাসকে তাদের কাছে পাঠালেন। চাষীরা তার মাথায় আঘাত করল এবং তার সংগে খুব খারাপ ব্যবহার করল। তিনি তবুও আর একজনকে পাঠালেন। তাকে চাষীরা মেরে ফেলল। পরে তিনি আরও অনেকজনকে পাঠালেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা মারধর করল আর অন্যদের প্রাণেই মেরে ফেলল।

৬.২.২

সেখানে পাঠাতে মালিকের মাত্র আর একজন বাকী ছিল। সে ছিল তাঁর প্রিয় পুত্র। তিনি সব শেষে পুত্রটিকে পাঠিয়ে দিলেন; ভাবলেন, 'তারা অন্তত আমার ছেলেকে সম্মান করবে।' কিন্তু সেই চাষীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'এ-ই তো পরে সম্পত্তির মালিক হবে। চলো, আমরা ওকে মেরে ফেলি, তাহলে আমরাই সম্পত্তির মালিক হবো।' তারা ছেলেটিকে ধরে মেরে ফেলল এবং আঙ্গুর ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল।"

৬.২.৩

"তাহলে বলুন দেখি, আঙ্গুরক্ষেতের মালিক কী করবেন? তিনি এসে সেই চাষীদের মেরে ফেলবেন এবং আঙ্গুর ক্ষেতটা অন্যদের হাতে দেবেন। আপনারা কি পবিত্র শাস্ত্রে পড়েন নি–

'রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল
সেটাই সবচেয়ে দরকারী পাথর হয়ে উঠল;
প্রভুই এটা করলেন,
আর তা আমাদের চোখে খুব আশ্চর্য লাগে'?"

তখন সেই ধর্মনেতারা যীশুকে ধরতে চাইলেন, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, গল্পটা যীশু তাঁদের বিরুদ্ধে বলেছেন। কিন্তু তাঁরা লোকদের ভয়ে যীশুকে ছেড়ে চলে গেলেন।

সার-সংক্ষেপ

যীশু এই উপমা কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায় বিচারের কথাই প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর মনোনীত যিহুদী জাতির জন্য বহু ভাববাদী ও প্রবক্তাদের পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের উপর নির্যাতন করেছে, আর অনেককে মেরেই ফেলেছে। পরে তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য তাঁর প্রিয় পুত্র যীশুখ্রিষ্টকে পাঠালেন; কিন্তু যিহুদী জাতির নেতৃবর্গ যীশুকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলল। ঈশ্বর কোন মানুষেরই বিনাশ চান না। মানুষকে পরিত্রাণ করার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেন। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিষ্টকেও পাঠালেন। এই উপমা দিয়ে প্রভু যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এবং দুষ্ট মানুষের পরিণতির কথা জানালেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই অন্যায়কারী, অসৎ ও অবিশ্বস্ত মানুষকে কঠোর শাস্তি দেবেন। ঈশ্বর চান আমরা সকলেই যেন সৎ ও ন্যায়পথে জীবন-যাপন করি। তবেই আমরা তাঁর কাছ থেকে পাব অনন্ত পুরস্কার।

মনে রাখুন

ঈশ্বর সৎ ও পবিত্র মানুষদের দেবেন অনন্ত পুরস্কার এবং পাপী, অসৎ ও অবিশ্বস্ত মানুষকে দেবেন অনন্ত শাস্তি। বিশ্বস্ত ও সৎ মানুষের কাছেই দেন তিনি পৃথিবীর মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ-কাজের অনেক দায়িত্বভার।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

আঙ্গুর ক্ষেত: পৃথিবী
জমির মালিক: স্বয়ং ঈশ্বর
কৃষক: এই পৃথিবীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবর্গ
চাকর/দাস: ভাববাদী ও প্রবক্তাগণ
একমাত্র পুত্র: যীশু খ্রিষ্ট নিজে
রাজমিস্ত্রী: সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবর্গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এই উপমায় আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক কে?
ক) ঈশ্বর নিজে খ) স্বয়ং যীশু
গ) কুলপতি আব্রাহাম ঘ) দীক্ষাগুরু যোহন

২। এখানে একমাত্র পুত্র বলতে যীশু কাকে বুঝিয়েছেন?
ক) প্রেরিতশিষ্য যোহনকে খ) মোশীকে
গ) ভাববাদী যিশাইয়াকে ঘ) যীশু খ্রিষ্টকে

৩। যীশু কাকে উদ্দেশ্য করে এই উপমাটি বলেছিলেন?
ক) কৃষক ও মজুরদের খ) শাস্ত্রীদের
গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মনেতাদের ঘ) যিহুদীদের

৪। গৃহের কোণের পাথর বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে?
ক) পাহাড়ের শক্ত পাথরকে খ) ধর্মীয় নেতাদের
গ) যীশু খ্রিষ্টকে ঘ) দীক্ষাগুরু যোহনকে

পাঠ–৩ : দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্ত
(লুক ১০:২৫-৩৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি
- প্রতিবেশী কে, তা বলতে পারবেন।
- দয়ালু শমরীয়ের কাহিনী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৬.৩.১

একবার একজন ধর্মশিক্ষক যীশুর কাছে আসলেন। যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য সেই শিক্ষক বললেন, "গুরু, কী করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?" যীশু তাঁকে বললেন, "মোশির আইন-কানুনে কী লেখা আছে? সেখানে কী পড়েছেন?" সেই ধর্মশিক্ষক যীশুকে উত্তর দিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ড় মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।"

৬.৩.২

সেই শিক্ষক নিজেকে ধার্মিক দেখাবার জন্য যীশুকে বললেন, "আমার প্রতিবেশী কে?" যীশু উত্তর দিলেন, "একজন লোক জেরুজালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়ল। তারা লোকটির কাপড় খুলে ফেলল এবং তাকে

মেরে আধমরা করে রেখে গেল। পরে একজন পুরোহিত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই লোকটিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। ঠিক সেইভাবে একজন লেবীয় সেই জায়গায় আসল এবং তাকে দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর শমরিয়া প্রদেশের একজন লোকও সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঐ লোকটির কাছাকাছি আসল। তাকে দেখে তার মমতা হল। লোকটির কাছে গিয়ে সে তার আঘাতের উপর তেল আর আঙ্গুর-রস ঢেলে দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর তার নিজের গাধার উপর তাকে বসিয়ে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করল। পরের দিন সেই শমরীয় দু'টা দীনার বের করে হোটেলের মালিককে দিয়ে বলল, 'এই লোকটিকে যত্ন করবেন। যদি এর চেয়ে বেশি খরচ হয় তবে আমি ফিরে এসে তা শোধ করব।' "

৬.৩.৩

শেষে যীশু বললেন, "এখন আপনার কী মনে হয়? এই তিনজনের মধ্যে কে সেই ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী?" সেই ধর্ম-শিক্ষক বললেন, "যে তাকে মমতা করল সেই লোক।" তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তা হলে আপনিও গিয়ে সেই রকম করুন।"

সার-সংক্ষেপ

প্রকৃত প্রতিবেশী তারাই, যারা সকল মানুষকে, বিশেষ করে অসহায়, দুর্বল, অভাবগ্রস্ত, বিপন্ন মানুষকে নিজের মতো ভালবাসে। শুধু স্বজাতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবই আমাদের প্রতিবেশী নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই আমাদের প্রতিবেশী। প্রয়োজনে তাদের প্রত্যেককেই সাহায্য, সেবা ও দয়া করা আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় বাছবিচার না করে অভাবগ্রস্ড়, দীন-দুঃখী সকলকেই আমাদের প্রতিবেশী মনে করে সাধ্যানুসারে তাদের সাহায্য করা উচিত। প্রভু যীশুখ্রিষ্ট তাঁর জীবনে তা-ই করেছিলেন। পৃথিবীর সকল মানুষই তো এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁর প্রিয় সন্তান। তাই আমরা মানুষ-জাতি পরস্পরের ভাইবোন। এখানে জাতিভেদ, ধর্মভেদ বিবেচনা করা অন্যায়।

মনে রাখুন

অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দু'টি প্রধান আদেশ রয়েছে:

১। তুমি তোমার সমস্ত মন-প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও হৃদয় দিয়ে একমাত্র প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে।

২। তোমার প্রতিবেশী ভাইবোন সকল মানুষকেই নিজের মতো ভালোবাসবে এবং প্রয়োজনে সাধ্যমতো তাদের সেবা-যত্ন করবে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

লেবীয়: মন্দিরসেবক ও অভিজাত বংশের লোক বলে বিবেচিত।

শমরীয়: যিহুদীদের শত্রু বলে পরিচিত জাতি ও শমরীয়া প্রদেশের মানুষ, যাদের যিহুদীরা ছোট বা নীচু জাতের লোক বলে ভাবতো ও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত।

তেল ও আঙ্গুর ফলের রস: তখনকার দিনের প্রচলিত সাধারণ চিকিৎসার উপকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুকে প্রশ্ন করে কে পরীক্ষা করেছিল?
- ক) শয়তান
- খ) একজন ধর্মশিক্ষক
- গ) একজন লেবীয়
- ঘ) একজন যিহুদী স্কুল-শিক্ষক

২। কে আহত লোকটিকে দেখেও পাশ কাটিয়ে চলে গেল?
- ক) একজন লেবীয়
- খ) একজন শমরীয়
- গ) একজন বিধান পন্ডিত
- ঘ) একজন সন্ন্যাসী

৩। আহত লোকটির প্রতি কার দয়া হল?
- ক) একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির
- খ) একজন পুরোহিতের
- গ) একজন শমরীয়ের
- ঘ) একজন যিহুদীর

৪। শমরীয় লোকটি আহত লোকটিকে কোথায় নিয়ে গেল?
- ক) তার নিজের বাড়িতে
- খ) একটি হোটেলে
- গ) একটি উন্নতমানের হাসপাতালে
- ঘ) যিহুদী সমাজঘরে

পাঠ–৪ : হারানো মেষের দৃষ্টান্ত
(লুক ১৫:১-৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- মুক্তিদাতা যীশু যে পাপীদের পরিত্রাণের জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন সে বিষয়ে বলতে পারবেন।
- পাপীর মনপরিবর্তন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অনেক সমাজপতি ফরিশী ও ধর্মশিক্ষকরা যে যীশুর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৬.৪.১

তখন অনেক কর-আদায়কারী ও খারাপ লোকেরা যীশুর কথা শুনবার জন্য তাঁর কাছে আসল। এতে ফরিশীরা ও ধর্মশিক্ষকেরা এই বলে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন, "এই লোকটা খারাপ লোকদের সংগে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করে।"

৬.৪.২

তখন যীশু তাঁদের শিক্ষা দেবার জন্য এই গল্পটা বললেন, "মনে করুন, আপনাদের মধ্যে কোন একজনের একশোটা ভেড়া আছে। যদি সেই ভেড়াগুলোর মধ্যে একটা হারিয়ে যায়, তবে কি সে নিরানব্বইটা মাঠে ছেড়ে দিয়ে সেই একটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ করে না? সেটা খুঁজে পেলে পর সে খুশী হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নেয়। পরে বাড়ী গিয়ে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীকে ডেকে বলে, 'আমার সংগে আনন্দ কর, কারণ আমার হারানো ভেড়াটা আমি খুঁজে পেয়েছি।'" আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে যারা পাপ থেকে মন ফিরাবার দরকার মনে করে না তেমন নিরানব্বইজন ধার্মিক লোকের চেয়ে বরং একজন পাপী পাপ থেকে মন ফিরালে স্বর্গে আরও বেশি আনন্দ হয়।

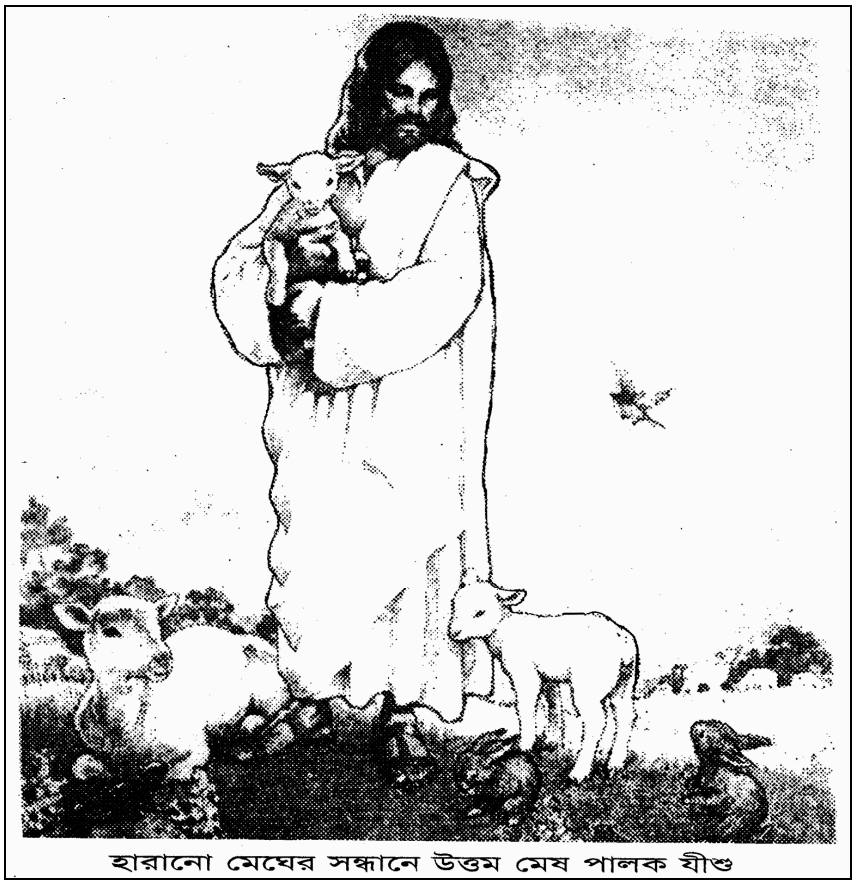

হারানো মেষের সন্ধানে উত্তম মেষ পালক যীশু

সার-সংক্ষেপ

হারানো মেষের উপমা দিয়ে যীশু আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি পাপীদের সর্বদা তাঁর কাছে টেনে নেন। যীশু তো পাপীকে উদ্ধার করার জন্যই পিতার কাছ থেকে এসেছেন। তাদের সাথে মেলামেশা করেছেন, এমন কি একসংগে খাওয়া-দাওয়া করেছেন যাতে পাপীদের মন পরিবর্তন হয়। হারানো মেষটি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার মালিক যেমন তাকে খুঁজে বেড়ায়, তেমনি ঈশ্বরও সর্বদা পাপীকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করেন। আর যখন পাপী তার অসৎ জীবন-যাপন ত্যাগ ক'রে সৎ জীবন-যাপন করতে শুরু করে তখন স্বর্গস্থ পিতার কতই না আনন্দ হয়। আমাদেরও পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য তাদের উপদেশ দেওয়া ও সাহায্য করা উচিত। ঘৃণা ক'রে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা বা উপেক্ষা করা উচিত নয়। আর তাদের মন পরিবর্তন হলে তাদেরকে তিরস্কার বা সমালোচনা না করে সকলের আনন্দ করাই উচিত। এতে ঈশ্বরও অত্যন্ত খুশি হন, আমাদের সংগে আনন্দ করেন।

মনে রাখুন

ঈশ্বর পাপীকে ভালবাসেন। তিনি চান পাপী যেন অনুতপ্ত হয়ে পাপ থেকে মন ফিরায় এবং নতুন করে সৎ ও পবিত্র জীবন শুরু করে। ঈশ্বরের শিক্ষা ও নির্দেশমতো জীবন-যাপন করে সে যেন মুক্তির পথে এগিয়ে চলে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মেষপালক: স্বয়ং যীশু। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমিই উত্তম মেষপালক'।

মেষ: পৃথিবীর লোক, যীশুর অনুসারী।

হারানো মেষ: পাপী, বিপথগামী মানুষ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এই উপমায় মেষপালকের কয়টি ভেড়া ছিল?
ক) ১০টি খ) ১১০টি গ) ১০০টি ঘ) ১২০টি

২। যীশুকে পাপীদের সংগে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করতে দেখে ফরিশী ও ধর্মশিক্ষকেরা কী মনে করেছিলেন?
ক) যীশু একজন পাপী মানুষ
খ) যীশু পাপী লোকদের চিনতে পারেন না
গ) যীশুর প্রতি তারা বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন
ঘ) তাদের জন্য যীশু বেশ ভাল কাজই করছেন

৩। এই উপমা দিয়ে যীশু আমাদের কী বলতে চেয়েছেন?
ক) পাপীর মন ফিরাবার কোন দরকার নেই
খ) পাপীর মন ফিরাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে
গ) পাপীকে ঘৃণা করতে ও শাস্তি দিতে হবে
ঘ) পাপীদের এড়িয়ে চলতে হবে

৪। যীশু পাপ ও পাপীদের সম্বন্ধে এখানে আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন?
ক) পাপকে ঘৃণা করবে কিন্তু পাপীকে নয়
খ) পাপীর সংগে উঠা-বসা করা উচিত নয়
গ) পাপীকে বিচার করে দোররা বা বেত মারতে হবে
ঘ) পাপীদের মনপরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে

পাঠ–৫: হারানো ছেলের দৃষ্টান্ত
(লুক ১৫:১১-৩২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- মন্দ জীবন যাপনের পরিণতি কী হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার কথা বলতে পারবেন।
- পাপী মানুষ অনুতপ্ত হয়ে সৎপথে ফিরে আসলে ঈশ্বর কীভাবে তাকে ক্ষমা করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৬.৫.১

তারপর যীশু তাদের আর একটি গল্প বললেন, "একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, 'বাবা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিন।' তাতে সেই লোক তাঁর দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। কিছু দিন পরে ছোট ছেলেটি তার সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে খারাপভাবে জীবন কাটিয়ে তার সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিল। যখন সে তার সব টাকা খরচ করে ফেলল তখন সেই দেশের সমস্ত জায়গায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাতে সে অভাবে পড়ল। তখন সে গিয়ে সেই দেশের একজন লোকের কাছে চাকরি চাইল। লোকটি তাকে তার শূয়োর চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিল। শূয়োরে যে শুঁটি খেত সে তা খেয়ে পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তাও দিত না।

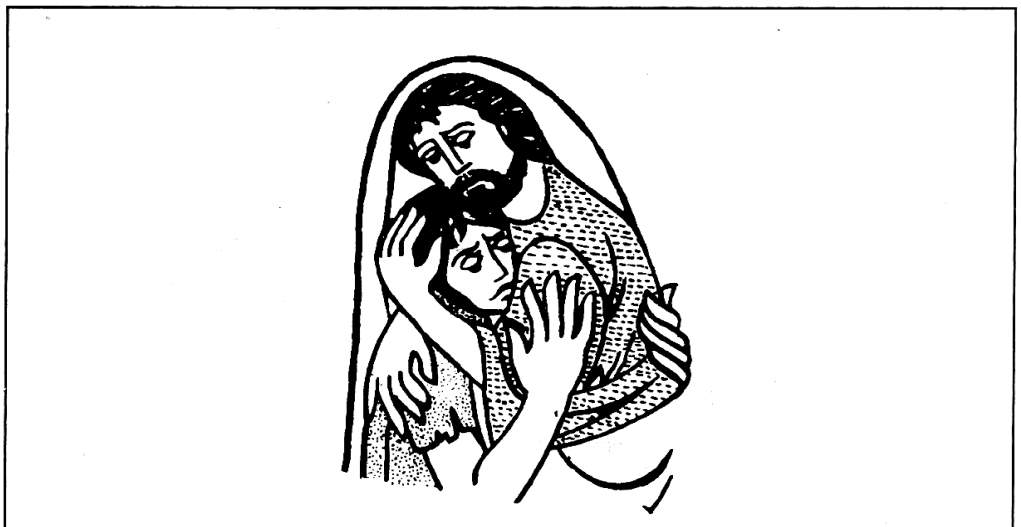

"আমার এই যে ছেলেটি, সে তো মরেই গিয়েছিল আর এখন বেঁচে উঠেছে....."

(লুক ১৫ঃ২৪)

৬.৫.২

পরে একদিন তার চেতনা হল। তখন সে বলল, 'আমার বাবার কত মজুর কত বেশি খাবার পাচ্ছে, অথচ আমি এখানে খিদেয় মরছি। আমি উঠে আমার বাবার কাছে গিয়ে বলব, বাবা, ঈশ্বর ও তোমার বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি। কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই। তোমার মজুরদের একজনের মতো করে আমাকে রাখ।' এই বলে সে উঠে তার বাবার কাছে গেল। সে দূরে থাকতেই তাকে দেখে তার বাবার খুব মমতা হল। তিনি দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন। তখন ছেলেটি বলল, 'বাবা, আমি ঈশ্বর ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই।'

৬.৫.৩

কিন্তু তার বাবা তাঁর দাসদের বললেন, 'তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভাল জামাটা এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি ও পায়ে জুতা দাও, আর মোটাসোটা বাছুরটা এনে কাট। এস, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করি, কারণ আমার এই ছেলেটা মরে গিয়েছিল কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল পাওয়া গিয়েছে।' তারপর তারা আমোদ-প্রমোদ করতে লাগল।

৬.৫.৪

সেই সময় তাঁর বড় ছেলেটি মাঠে ছিল। বাড়ীর কাছে এসে সে নাচ ও গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেল। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কী হচ্ছে?' চাকরটি তাকে উত্তর দিল, 'আপনার ভাই এসেছে। আপনার বাবা তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন বলে মোটাসোটা বাছুরটা কেটেছেন।'

৬.৫.৫

তখন বড় ছেলেটি রাগ করে ভিতরে যেতে চাইল না। এতে তার বাবা বের হয়ে এসে তাকে ভিতরে যাবার জন্য সাধাসাধি করতে লাগলেন। সে তার বাবাকে বলল, 'দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা-যত্ন করে আসছি; একবারও আমি তোমার অবাধ্য হইনি। তবুও আমার বন্ধুদের সংগে আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য তুমি কখনও আমাকে ছাগলের একটা বাচ্চা পর্যন্ত দাওনি। কিন্তু তোমার এই ছেলে, যে বেশ্যাদের পিছনে তোমার টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন আসল তুমি তার জন্য মোটাসোটা বাছুরটা কাটলে।' তার বাবা তাকে বললেন, 'বাবা, তুমি তো সব সময় আমার সংগে সংগে আছ। আমার যা কিছু আছে সবই তো তোমার। খুশী হয়ে আমাদের আমোদ-প্রমোদ করা উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মরে গিয়েছিল আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল, আবার তাকে পাওয়া গেছে।' "

সার-সংক্ষেপ

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা অপরিসীম। মানুষ পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন না। পাপী তার মন পরিবর্তন করে ফিরে আসলে তিনি সব সময় ক্ষমা দিতে প্রস্তুত থাকেন। হারানো ছেলের গল্পের মাধ্যমে প্রভু যীশু এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, আমরা মানুষ, আমরা সকলেই দুর্বল। প্রতিনিয়তই আমরা ছোট বড় পাপে পতিত হই। কিন্তু ঈশ্বর কখনও পাপীর ধ্বংস চান না। পাপীর মন পরিবর্তনের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। পাপী যখন মন পরিবর্তন করে অসৎ জীবন-যাপন পরিত্যাগ করে সৎপথে ফিরে আসে তখন ঈশ্বর পাপীকে সস্নেহে নিজের কাছে টেনে নেন। তিনি পাপীর সকল পাপ মার্জনা করে তাকে তাঁর ঐশ-প্রসাদে পূর্ণ করে তোলেন আর সৎ পথে চলার প্রেরণা দেন।

মনে রাখুন

ঈশ্বর সর্বদাই পাপীর মনপরিবর্তন চান। পাপী মনপরিবর্তন ক'রে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন এবং সস্নেহে কাছে টেনে নেন। সুতরাং নিরাশ না হয়ে পাপীকে তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হারানো ছেলের কাহিনীতে লোকটির কয়টি ছেলে ছিল?
ক) সাতটি খ) দুইটি গ) পাঁচটি ঘ) বারোটি

২। ছোট ছেলেটি তার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে কোথায় গেল?
ক) শহরে খ) মিষ্টির দোকানে গ) দূরদেশে ঘ) বাজারে

৩। হারানো ছেলেটি ফিরে এলে বাবা কী করলেন?
ক) জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন খ) রাগে ফেটে পড়লেন
গ) দরজা বন্ধ করে দিলেন ঘ) বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন

৪। বড় ছেলেটি আনন্দ-উৎসব দেখে কী করল?
ক) নাচতে লাগল খ) বাজারের দিকে চলে গেল
গ) সোজা বনের দিকে চলে গেল ঘ) রেগে গেল

পাঠ–৬ : শেষ বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা
(মথি ২৫:৩১-৪৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- জগতের শেষ দিনে ঈশ্বর কীভাবে মানুষের বিচার করবেন সে কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পৃথিবীতে সব মানুষেরই যে সৎভাবে জীবন-যাপন করা উচিত এবং সাধ্যমতো কল্যাণকর কাজ করা যে প্রতিটি মানুষেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শেষ বিচারের দিনে কারা অনন্ত পুরস্কার পাবে এবং কারা অনন্ত শাস্তি পাবে তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৬.৬.১

মনুষ্যপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সংগে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সংগে বসবেন। সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসংগে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন।

৬.৬.২

এর পরে রাজা তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, 'তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এসো। জগতের আরম্ভে যে-রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে, যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে, যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে, যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে, যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে, আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।'

৬.৬.৩

তখন সেই ঈশ্বরভক্ত লোকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম? কখনইবা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনইবা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?' এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।'

৬.৬.৪

পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'তোমরা তো অভিশপ্ত; আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার সঙ্গীদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাওনি, যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাওনি, যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাওনি, যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাওনি, যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাওনি।' তখন তাঁরা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করিনি?' উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা করনি তখন তা আমার জন্যই করনি।' তারপর যীশু বললেন, "এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে।"

সার-সংক্ষেপ

এ জগতে আমাদের জীবন যাপন ও কাজের মূল্যায়ন প্রতিনিয়ত হচ্ছে, কেননা দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করার উপরই আমাদের ভালমন্দ নির্ভর করছে। তবে আমাদের জীবনের একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন হবে জগতের শেষ দিনে। ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং অবহেলা ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। প্রতিদিন অনেক ভাল কাজ করার সুযোগ আমাদের হাতে থাকে, প্রতিবেশীর প্রয়োজনে সাড়া দেবার মতো অনেক সম্পদই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। এই উপমা কাহিনীটি দিয়ে প্রভু যীশু আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, জগতের শেষ দিনে তিনি নিজেই এই পৃথিবীর লোকদের পাপ-পুণ্যের চূড়ান্ত বিচার করতে আসবেন। তিনি ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের আলাদা করবেন। যেসব মানুষ এ পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে ভালবাসা নিয়ে দীনদুঃখী, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবা করবে, তারা পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গদূতদের মতো ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে এবং স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করবে। আর যারা এই পৃথিবীতে থাকাকালে দায়িত্বে অবহেলা করে দীনদরিদ্র, অসহায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকছে বা তাদের অবজ্ঞা করছে তারা শাস্তিস্বরূপ শয়তানের সঙ্গে নরকে অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে। কারণ পৃথিবীতে তাদের কাজ-কর্ম দ্বারাই তারা হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের অভিশাপের পাত্র। পৃথিবীতে দীনদরিদ্রের সেবা করাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সেবা করা। সুতরাং সৎ জীবন যাপন করার সঙ্গে সঙ্গে অকপটভাবে দীনদুঃখীর সেবা করাও মানুষের অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য।

মনে রাখুন

জগতের শেষ দিনে কর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর সকল মানুষেরই বিচার করবেন। ইহজগতে দীনদরিদ্র, দুঃখী, অভাবী, অসহায় মানুষের প্রতি যারা দয়ার কাজ করবে ঈশ্বর তাদের স্বর্গের শাশ্বত সুখ দিবেন। আর যারা পৃথিবীতে মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ হবে এবং তাদের প্রয়োজন ও অভাবের প্রতি উদাসীন থাকবে তারা পাবে অনন্ত শাস্তি।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মানব-পুত্র: প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
অনন্ত শাস্তি: নরকযন্ত্রণা
অনন্ত জীবন: স্বর্গসুখ
ভেড়া: ধার্মিক লোক
ছাগল: পাপী মানুষ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শেষ বিচারের দিনে যীশু তাঁর সঙ্গে কাদের নিয়ে আসবেন?
ক) স্বর্গদূতদের খ) মানুষদের গ) সাধুসন্ড়দের ঘ) প্রবক্তাদের

২। এই উপমা-কাহিনীর রাজা কে?
ক) ঈশ্বর খ) মনুষ্যপুত্র গ) প্রবক্তা ঘ) নির্দোষ লোকেরা

৩। যীশু কাদের আশীর্বাদের পাত্র বলবেন?
ক) খ্রীষ্টানদের খ) ধার্মিকদের গ) দরিদ্র ও অভাবীদের ঘ) পুরোহিতদের

৪। ঈশ্বরের অভিশাপের পাত্র কারা হবে?
ক) যারা বাইবেল পড়ে না খ) যারা রোববারে গীজায় যায় না
গ) যারা শোষণ করে বড়লোক হয়েছে ঘ) যারা গরীব-দুঃখীর প্রয়োজনে সাড়া দেয় না

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বীজ বাপকের দৃষ্টান্তটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৬.১ এর সারমর্ম দেখুন)
২। বীজ বাপকের উপমাটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন। (৬.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৩। ঈশ্বরের বাক্য যারা গ্রহণ করে এবং তার নির্দেশমতো জীবনযাপন করে তাদের জীবনে কী ঘটে তা ব্যাখ্যা করুন। (৬.১.৩ অনুচ্ছেদের শেষ অংশ দেখুন)

৪। আঙ্গুর ক্ষেতের ইজারাদারদের আচরণ কেমন ছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (৬.২.১ ও ৬.২.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৫। গৃহস্থ ও কৃষকের গল্পে মালিক দুষ্ট ভাগীদারদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করলেন? (৬.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৬। গৃহস্থ ও কৃষকের উপমাটির সারমর্ম লিখুন। (৬.২ এর সারমর্ম দেখুন)
৭। প্রধান আজ্ঞা কোন্‌টি এ বিষয়ে একজন ধর্মশিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে যীশু যা বলেছিলেন তা বর্ণনা করুন। (৬.৩.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৮। প্রতিবেশীর প্রতি করণীয় সম্পর্কে যীশুর দেয়া উপমাটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (৬.৩.২ ও ৬.৩.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৯। দয়ালু শমরীয়র উপমাটির সারমর্ম লিখুন (৬.৩ এর সারমর্ম দেখুন)
১০। শমরীয় লোকটি কেন এবং কিভাবে আহত পথিকটিকে সাহায্য করেছিল? (৬.৩.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১১। হারানো ভেড়ার গল্পটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (৬.৪.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১২। হারানো ভেড়া খুঁজে পেলে মেষপালক কী করেন তা ব্যাখ্যা করুন। (৬.৪.২ অনুচ্ছেদের শেষ অংশ দেখুন)
১৩। 'আমার সঙ্গে আনন্দ কর, আমার হারানো ভেড়াটি আমি খুঁজে পেয়েছি।' – এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। (৬.৪ এর সারমর্ম দেখুন)
১৪। হারানো ছেলের গল্পটির শিক্ষা নিজের ভাষায় লিখুন। (৬.৫ এর সারমর্ম দেখুন)
১৫। ছোট ছেলেটি তার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে কী করেছিল এবং তার পরিণাম কী হয়েছিল? তা বর্ণনা করুন। (৬.৫.১অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৬। হারানো ছেলেটির মনপরিবর্তনের কাহিনীটি বর্ণনা করুন। (৬.৫.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৭। ছোট ভাই ফিরে আসলে বাড়িতে আনন্দ-উৎসব করতে দেখে বড় ভাইয়ের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৬.৫.৪ ও ৬.৫.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৮। 'তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এসো, জগতের আরম্ভে যে-রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তার অধিকারী হও।' – এই উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন (৬.৬.২ ও ৬.৬.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৯। শেষ বিচারের দিনে যীশু পাপী মানুষদের কিভাবে বিচার করবেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (৬.৬.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)
২০। শেষ বিচারের সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখুন। (৬.৬ এর সারমর্ম দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১
১। গ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। ক, ৫। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২
১। ক, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩
১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪
১। গ, ২। গ, ৩। খ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৫
১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৬
১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। ঘ